গল্পবলা ক্লাসরুম

আব্দুল্লাহ হাসান সাফির

প্রত্যেক পরমাণুর আলাদা গল্প আছে। ঠিক মানুষের মত। তাদের ইলেক্ট্রন আছে, যেগুলো আমাদের মনের মত অদ্ভুত আচরণ করে। যতই তত্ত্ব পড়ি না কেন এরা ঠিক কোথায় কেউ বলতে পারে না। শুধু ধারণা করে মাত্র। কখনো এই মন কাউকে দিয়ে দেয়, অথবা রাগ করে ফিরিয়ে নেয়, বন্ধন তৈরি হয়; বন্ধন ভেঙ্গে যায় - বিক্রিয়া হয়। কে কার সাথে মিশবে, কেমন করে মিশবে, দুজনে মিলে কেমন হবে - ঠিক বলা যায় না! এইসব গল্পের শক্তিও অনেক, তাপে বিদ্যুতে জ্বালানীতে সেই শক্তি আমাদের ঘিরে রেখেছে। আর এই পরমাণুর জগতের রাজা আছে একজন, কার্বন! ওর যে কত লক্ষ বংশধর! কখনো কখনো ওরা এক সাথে মিলে চক্র তৈরি করে, সেই চক্রের ভেতর অস্থিরতা - যাযাবর ইলেকট্রন।

এত এত ভিন্নতা অথচ কী সুন্দর সবাই মিলে বসে আছে একটা আশ্চর্য যাদুর সারণিতে, খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে তাদের সমস্ত গল্প। কারণ সবচেয়ে বড় যাদুকর, সবচেয়ে বড় গল্পকারের পরিকল্পনা হয়ত এমনই ছিল! আমরা মানুষেরা গল্পগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টায় আছি, এসব গল্পকে না ভালবেসে পারা যায়?

কিন্তু এই গল্পগুলো এভাবে করে আমাদের কেউ বলে নাই। যদি বলত তাহলে আমরা হয়ত আরো অনেক বেশি কল্পনা করতে শিখতাম। আমাদের শিক্ষক যদি হাত নেড়ে নেড়ে ক্লাসরুমে কবিতা বলতেন - 'ওরে বাবা! পৃথিবীটা এত বড় নাকি!' তাহলে আমরাও সকাল সকাল ভাবতে বসে যেতাম সত্যিই তো পৃথিবীটা কত্ত বড়! আমাদের একেকটা ক্লাসরুম যদি হত একেকটা গল্পের কারখানা? গল্প করতে করতেই তো আমরা সবচে বেশি শিখি। কারণ গল্পের অনেক শক্তি আছে।

ক্লাসরুমে বসে গল্প করতে শুরু করলে আমরা জানতাম আমাদের অন্য বন্ধুটা কীভাবে চিন্তা করছে। আমরা যখন তার গল্পটা জানতে পারব ঠিক তখন থেকেই আমরা তার মত করে তাকে বুঝতে শুরু করব। নিজেকে অন্যের জায়গায় রেখে ভাবতে শেখার অভ্যাসটা গড়ে উঠবে ছোটবেলা থেকেই। সুন্দর একটা মন তৈরি হবে আমাদের সবার। কারণ আমাদের ক্লাসরুমে সবার মধ্যেই থাকবে অসাধারণ একটি গুণ - এমপ্যাথি! এই নতুন শতাব্দিতে মানুষ বুঝতে পেরেছে যে একা একা নয়, সামনে এগোতে হবে সবাইকে নিয়ে। আর সেজন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠা দরকার সেটা হচ্ছে ইমপ্যাথি।

কারো সম্পর্কে না জেনে কোন মন্তব্য নয় - কোন ঘটনা সম্পর্কে অনুমান নির্ভর কোন কথাও বলতে মানা - এটিও আমরা শিখতে শুরু করব। কারণ আমাদের জানা থাকবে সহজ পদ্ধতি - জিজ্ঞেস করে ফেলা। আমরা বুঝব যে প্রত্যেকটা মানুষের আলাদা একটা গল্প আছে। আমরা তাই আমাদের নিজেদের পারস্পেক্টিভ থেকে তাকে জাজ করব না। তার গল্পটা জানতে পারলে - তার উপর আমাদের নিজেদের গল্পটা আর আরোপ করব না।

এই গল্প করার বিষয়টা ক্লাসরুমে নিয়ে আসা কিন্তু খুব কঠিন নয়। যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ছোটবেলা থেকেই ক্লাসরুমে গ্রুপ ওয়ার্ক করতে দেওয়া। হয়ত বিজ্ঞানের একটা খটমট বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে বাচ্চারা শিখে যাবে তাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন হচ্ছে - 'কেন?' সব কিছু কীভাবে হচ্ছে, কেন হচ্ছে সেটা হয়ত শিক্ষক বলে দিবেন না, কিন্তু জানিয়ে দিবেন যে কানেকশনগুলো ইম্পর্ট্যান্ট। সেগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে। কী কী বই পড়তে হবে সেটা শিক্ষক বলে দিবেন। এক এক জন এক এক বই পড়বে। পরে সেই বই নিয়ে আলোচনা হবে। আমরা বন্ধুর মুখ থেকে শিখব।

ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের সাথে কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখব একই জিনিস আমাদের এক এক বন্ধু এক এক ভাবে ব্যাখ্যা করছে। এভাবে আমরা একটা গভীর জ্ঞানের কথা আবিষ্কার করে ফেলব। একটা জিনিসকে আমি যেভাবে দেখি সেটাই সত্য নয়। সত্যের বিভিন্ন ভার্সন থাকতে পারে। নির্ভর করছে কোন পার্সপেক্টিভ থেকে আমরা সত্যকে দেখি। আমাদের ক্লাসরুমে সারা জীবন ধরে আমরা এমন উইজডম খুঁজে পাব যা আমাদের সৌলকে ইলুমিনেট করবে। গল্প করতে করতে আমরা বুঝব কী কাজ করতে হবে। কাদের জন্য করতে হবে। কীভাবে করতে হবে। পড়াশোনার ফিলোসফিটা সুন্দর কিন্তু!

গ্রুপ ওয়ার্ক এর আরেকটা ভাল দিক হল এতে কেউ কখনো একলা ফিল করবে না। সব সময় মনে হবে উই আর পার্ট অফ সামথিং বিগ। এই কানেকটিভিটিটার শক্তি কিন্তু অনেক। আমরা আমাদের অধিকার আর কর্তব্যগুলো নিয়ে সচেতন হয়ে উঠব।

একটা সাবজেক্টকে গ্রুপ ওয়ার্কের বিভিন্ন টাস্ক হিসেবে ভাগ করে নিলে অনেকগুলো নতুন ডাইমেনশন তৈরি হবে। সাফল্যের নতুন অপশন তৈরি হবে। কেউ হয়ত কবিতার অর্থ ব্যাখ্যার কাজটাতে ভাল করবে আর কেউ ওই কবিতাটাই আবৃত্তির বেলায়। ক্লাসের প্রত্যেকটা ছেলেমেয়ে কোন না কোন কাজে তো ভাল করবেই। এই যে ভাল লাগার জায়গাটা খুঁজে পাওয়া, আনন্দের স্মৃতি নিয়ে বড় হয়ে ওঠা - এই অভিজ্ঞতা থাকবে সবার। আমরা বড় হয়ে উঠব আত্মবিশ্বাসী হয়ে। একে অপরকে এপ্রিশিয়েট করতে করতে আমরা বুঝব যে আমাদের ক্লাসরুমে কোন বৈষম্য নেই। ক্লাসের সবচেয়ে চুপচাপ ছেলেটাও হয়ত একদিন ছবি আঁকার টাস্কে সবাইকে চমকে দেবে। এই যে তার গল্পটা সে বলল ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে - এটাতো তাকে এমপাওয়ার করা। ওকে ভয়েস দেওয়া। নিজেকে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশের এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ক্লাসরুমে কেউ কারো থেকে সুপিরিওর নয়। জেন্ডারের বেসিসে তো নয়ই। আমরা বুঝতে শিখব যে আমাদের পারদর্শিতা বিভিন্ন জায়গায়। যার যার জায়গা থেকে আমরা কন্ট্রিবিউট করছি।

এমনটা হতেই পারে যে গ্রুপ টাস্কের কোন একটি বিষয় নিয়ে মতবিরোধ হল। শিক্ষক তখন বুঝিয়ে বলবেন অন্যের ভিন্নমতকে সহ্য করে নেওয়াটা কতটা জরুরি। এর নাম হচ্ছে টলারেন্স। তুমি আমার মত না কিংবা তোমার পছন্দ আমার মত না - এ কারণে কাউকে ঘৃণা করাটা একেবারেই কাজের কথা নয়। এই ক্লাসরুমে শুধু মিলগুলো নয়, আমরা আমাদের ভিন্নতাগুলোকেও উদযাপন করব। মতের মিল না হলে আমরা খুব শান্ত ভাবে তর্ক করব। কীভাবে যুক্তি প্রয়োগ করতে হয় সেটা শিখব। একে অপরকে রেস্পেক্ট করব। কারো মনে কষ্ট দেব না। যদি ভুল হয় সেগুলো স্বীকার করে নিব। ভুল থেকেই নতুন কিছু শেখার স্কোপ তৈরি হয়।

আমাদের ক্লাসরুম হবে নেতৃত তৈরির ইনকিউবেটর। প্রথম দিকে হয়ত শিক্ষক মডারেট করতে পারেন কিন্তু এক সময় দেখা যাবে ছোট ছোট দলগুলো থেকেই উদ্যোগী ও দায়িত্ববান মানুষেরা বেরিয়ে আসছে। নেতৃত্ব দিয়ে তারাই সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে দলকে। গ্রুপের কাজ নিয়ে গল্প করতে করতে আমাদের শিক্ষার্থীরা সজ্ঞবদ্ধভাবে টলারেন্স নিয়ে বেড়ে উঠবে। পৃথিবীর অন্য দেশে কী হচ্ছে, তাদের সংস্কৃতি কেমন এসব আমরা জানব ছোটবেলা থেকেই। একটা সময় যখন কম্পারেটিভ রিলিজিওন পড়ব, দেখব শান্তিটাই আসল কথা। ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব নয় কিংবা জাতিগত গৌরব - কোন উগ্রতা নয়, আমরা বেড়ে উঠব বিশ্বনাগরিক হয়ে। পুরো পৃথিবীটাই আমাদের কাছে ক্লাসরুম। মহাকাশ নিয়ে আমরা যখন জানব তখন বুঝব আমাদের এই গ্রহটা একটা ক্ষুদ্রনীল বিন্দুর মত। নিজের জ্ঞান গরিমা বিশ্বাস সম্পদ নিয়ে অহংকারের কিছুই নেই। শুধু এই গ্রহটাকে আরো সুন্দর করবার জন্য আমাদের কাজ করে যেতে হবে।

বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করলে আমরা চিন্তা করব কীভাবে পরিবেশের কোন ক্ষতি না হয় এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করে পৃথিবীর বর্তমান ও আগামীর সমস্ত মানুষের কল্যাণ করা যায়। সোশ্যাল মিডিয়া, যা আমাদেরকে করেছে অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি শক্তিশালী তা নিয়েও আমাদের চিন্তা করতে হবে। কীভাবে নতুন উদ্যোগ নিয়ে, সামাজিক ব্যবসার ধারণা দিয়ে পৃথিবীকে বদলে দেওয়া যায় সে বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসতে হবে। ইনোভেশনের ক্ষেত্রে যাতে বিশ্বের পিছিয়ে পড়া বা প্রতিবন্ধকতার শিকার হওয়া কোন একটি মানুষও বঞ্চিত না হয় সে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ যে ক্লাসরুম থেকে আমরা এসেছি সেটি ছিল একটি ইনক্লুসিভ ক্লাসরুম। সেই ক্লাসরুমে কোন সংখ্যালঘু নেই। টেকসই উন্নয়নের যে ধারণার জন্য আমরা পৃথিবীর মানুষেরা কাজ করে যাচ্ছি তার শুরুটা আসতে হবে ক্লাসরুম থেকেই। ওখান থেকে সে যা শিখে এসেছে সেটাই তাকে সারা জীবন প্রেরণা দিয়ে যাবে। প্রত্যেকটা ক্লাসরুমে আমরা যদি এসব শুরু করতে পারি কেবল তাহলেই তা পপুলার কালচারে পরিণত হবে।

আমরা যেভাবে করে পৃথিবীকে দেখি কেবল সেভাবে করে না দেখবার কারণে আমরা অন্যকে ঘৃণা করে ফেলি কত সহজে আর মাঝে মাঝে সেই ঘৃণা ধারণ করে এক দানবীয় রূপ। পৃথিবীতে মানুষ অন্য মানুষের কারণে যত ধরণের সমস্যায় যন্ত্রণাকাতর, তার বড় অংশের ড্রাইভিং ফোর্স হিসেবে কাজ করছে ঘৃণা। আমাদের গল্পবলা ক্লাসরুমে তাই কোন ঘৃণা থাকবেনা।

কোন একজন ইন্ডিভিজুয়ালকে খুব জলদি এপক্ষ বা ওপক্ষে ফেলে দেওয়া বা গ্রুপিং করে ফেলার যে হিউম্যান প্রায়োরিটি আমরা তার থেকে বেরিয়ে আসব। মানুষের প্রাচীনতম এই যে প্রবৃত্তি - ক্যাটাগরাইজ করে ফেলা কিংবা লেবেল এঁটে দেওয়া 'এ কী আমাদের লোক?' - এটিই সম্ভবত ঐতিহাসিকভাবে আমাদের সবচেয়ে বড় ক্ষতির কারণ। এ ক্ষতি আর চলতে দেওয়া যাবে না। কেবল আমাদের মত চিন্তা করলেই কারো সাথে বিশ্বাস ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে - আমাদের ক্লাসরুমে আমরা এমনটা শিখব না।

আমরা শিখব যে 'ক' ব্যক্তি খারাপ কাজ করেছে - এই সিদ্ধান্ত হতে হবে যৌক্তিক ও প্রামাণ্য। আমাদের মনস্তাত্বিক কোন শ্রেণিবিভাগ থাকবে না। আমাদের ক্লাসরুমে আমরা সবাই এক। কেউ এখানে 'অন্যপক্ষের' নয়। অন্যের ভ্যালুজ, ইন্টেশনস নিয়ে আমরা সন্দেহ প্রবণ হয়ে পড়ব না খুব সহজে। অযৌক্তিক ভাবে ভাবতে শুরু করব না অন্য মতের মানুষটি মাত্রই প্রচণ্ডভাবে মিসগাইডেড এবং খারাপ লোক। আমাদের ক্লাসরুমে হবে ঘৃণাহীন পৃথিবীর চাষাবাদ।

ক্লাসরুমে গল্প করতে করতে আর অন্যের কথা শুনতে শুনতে আমরা শিখে নিব নিজেদের অনুমানগুলো নিয়ে আমাদের সন্দেহ প্রকাশ করা উচিত। কোন বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা না করেই মন্তব্য করে ফেলব না। সবচে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল আমরা নিজেদের চিন্তাশীল করে গড়ে তুলতে শিখব বিশেষত আমাদের প্রতিক্রিয়ার বেলাতে, তাদের প্রতি যারা আমাদের সাথে মতানৈক্য করে।

আমাদের ক্লাসরুমে সবাই বন্ধু। এটা এমন একটা পৃথিবী যেখানে সবাই এবসলিউটলি আমার মত করেই চিন্তা করে না। আর তার প্রয়োজনও নেই। আমরা এখানে গল্প করব সেই সুন্দর বইগুলো নিয়ে যা আমরা পড়েছি। যেই গানগুলো শুনেছি, যেসব অসাধারণ সিনেমা দেখেছি সেসবের কথা সবার সাথে শেয়ার করব।

আমাদের সম্মিলিত ঘৃণা কোন কালে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। এই যে হেট্রেড এর চিরকালের এক ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি - আমাদের ক্লাসরুমে আমরা তা থেকে মুক্ত হতে শুরু করব। আমাদের হেট্রেডের কগনিটিভ বায়াস সম্পর্কে আমরা নিজেদেরকে যদি শিক্ষিত করে তুলতে পারি তবেই পৃথিবী থেকে ঘৃণা দূর হতে শুরু করবে ধীরে ধীরে। সমাধান হবে সভ্যতার সবচেয়ে বড় সংকটের। শিক্ষা মূলত এক ধরণের ক্ষমতা। পজিটিভ চেঞ্জ মেকিং এর এফেক্টিভ টুল হিসেবে আমরা একে ব্যবহার করব।

আমাদের ক্লাসরুম হবে একুশ শতকের ক্লাসরুম। এখানে আমরা শিখব কীভাবে অন্য মানুষকে ভালবাসতে হয়। মানুষকে ভালবেসে মানুষের জন্য কীভাবে কাজ করতে হয়। ক্লাসরুমে আমরা তাই গল্প শুরু করব বেশি বেশি করে। কারণ গল্পই পারে ভালবাসা ছড়াতে। ■

EDGE EDUCATION